সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat বাংলা

ই-পেপার

www.thedhakachat.com

১৩ আগস্ট ২০২৫ | বুধবার

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তুত: প্রধান উপদেষ্টা

ছবি: সংগৃহীত

ডেস্ক রিপোর্ট: আগামী ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে জাতীয় নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীক বৈঠক শেষে যৌথ ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান।
তিনি বলেন, আমরা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। আগামী ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে নতুন সরকারের জন্য নির্বাচনের আয়োজন করবো।

নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা দেশকে স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার পথে ফিরিয়ে আনতে পারবো। এজন্য আমাদের অনেক সহায়তা প্রয়োজন এবং আমরা মালয়েশিয়ার সহায়তা প্রত্যাশা করছি, খবর বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর।

এ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সব বিষয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ উৎকৃষ্ট স্থান উল্লেখ করে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

প্রধান উপদেষ্টা তরুণদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ায় মালয়েশিয়া সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। সেই সঙ্গে দেশটির ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, রোহিঙ্গা আমাদের জন্য বড় সংকট। এ সংকট সমাধানে অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনসের (আসিয়ান) সাহায্য চাই।

বাংলাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় ড. ইউনুস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বলে মন্তব্য করেন মালয়শিয়ান প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম। দ্বিপাক্ষীক বৈঠকে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও হালাল খাদ্যসহ বিভিন্ন খাতে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

এর আগে, সফরের দ্বিতীয় দিনে পুত্রজায়ায় নিজ কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানান আনোয়ার ইব্রাহিম। দেয়া হয় লাল গালিচা সংবর্ধনা ও গার্ড অব অনার। এরপরই একান্ত বৈঠকে মিলিত হন দুই নেতা।

সংসদ নির্বাচনে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৪৫ হাজার ৯৮ টি

ডেস্ক রিপোর্ট: আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৪৫ হাজার ৯৮টি। এসব ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ভোটকক্ষ ২ লাখ ৮০ হাজার ৫৬৪টি, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ৯ লাখ ৩১ হাজার ১শ ৩১ জন।

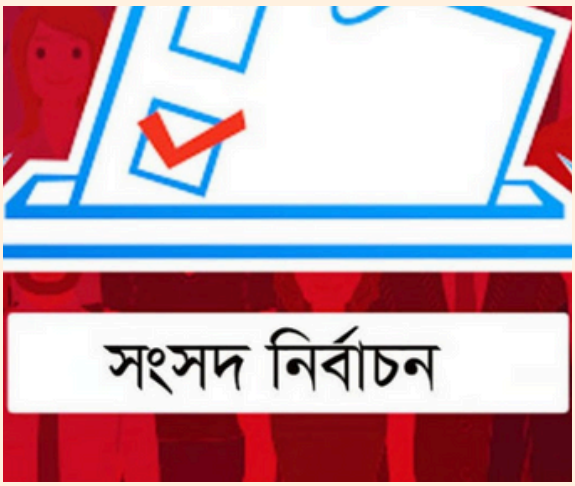

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তদারকি সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী থেকে এ তথ্য জানা গেছে, খবর ঢাকা পোস্ট।

সভায় জানানো হয়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১১ কোটি ৯৬ লাখ ৮৯ হাজার ২৮৯ জন ভোটার, ৪২ হাজার ১৪৮টি ভোটকেন্দ্র এবং ২ লাখ ৬১ হাজার ৫৬৪টি ভোটকক্ষ ছিল। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম-২০২৫ শেষে সম্ভাব্য ১২ কোটি ৭৮ লাখ ৭৩ হাজার ৭৫২ জন ভোটার হতে পারে (জন্ম তারিখ ০১-০১-২০০৮ পর্যন্ত সকল ভোটারসহ)। এই নির্বাচনে সম্ভাব্য ২ হাজার ৯৫০টি অতিরিক্ত ভোটকেন্দ্রসহ মোট ৪৫ হাজার ৯৮টি ভোটকেন্দ্র এবং সম্ভাব্য ১৯ হাজারটি অতিরিক্ত ভোটকক্ষসহ মোট ২ লাখ ৮০ হাজার ৫৬৪টি ভোটকক্ষ হতে পারে।

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া ৫ সমঝোতা স্মারক সই

ডেস্ক রিপোর্ট: প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের মালয়েশিয়া সফরের প্রথম দিনে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি সরবরাহ, ব্যবসা ও অন্যান্য সহযোগিতা সংক্রান্ত পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে।

এছাড়া দুই দেশের মধ্যে হালাল ইকোসিস্টেম, উচ্চশিক্ষা এবং কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ একাডেমির মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ক মোট তিনটি 'নোট বিনিময়' হয়েছে।

মঙ্গলবার পুত্রজায়ায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বৈঠকের পর তাদের উপস্থিতিতে এসব সমঝোতা হয়, খবর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর।

এর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারকে সই করেন মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ খালিদ বিন নরদিন এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহ, এলএনজি অবকাঠামো, পেট্রোলিয়াম পণ্য ও অবকাঠামো নিয়ে সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতায় সই করেন মালয়েশিয়ার ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী আমির হামজাহ বিন আজিজান এবং জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান।

মালয়েশিয়ার ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (আইএসআইএস) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে সই করেন আইএসআইএস মালয়েশিয়ার চেয়ারম্যান ফায়েজ আবদুল্লাহ এবং মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার শামীম আহসান।

মালয়েশিয়ার মান নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি এমআইএমওএসের সঙ্গে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিএমসিসিআই) সহযোগিতার বিষয়ে সমঝোতায় সই করেন এমআইএমওএসের সিইও মোহাম্মদ ফওজি ইয়াহায়া এবং বিএমসিসিআইয়ের শাব্বির আহমেদ খান।

ব্যবসায়িক কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এনসিসিআইএম) প্রেসিডেন্ট এন গোবালাকৃষাণ এবং বাংলাদেশের এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক হাফিজুর রহমান সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

সকালে পুত্রজায়ায় অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা এবং কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে দুটি নোট বিনিময় করেন মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী উতামা হাজি মোহাম্মদ বিন হাজি হাসান ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

আর হালাল ইকোসিস্টেমে সহযোগিতার বিষয়ে নোট বিনিময় করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উপমন্ত্রী জুলকিফলি বিন হাসান ও বিডা চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

এদিন সকালে পুত্রজায়ায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুই দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের দুটি বৈঠক হয়। সেখানে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম নিজ দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন।

বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যে জনশক্তি রপ্তানি,জ্বালানি সহযোগিতা,শিক্ষা,পর্যটন, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

এর আগে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় অধ্যাপক ইউনূস সেখানে পৌঁছালে তাকে লাল গালিচা অভ্যর্থনা জানান আনোয়ার ইব্রাহিম। সেখানে অধ্যাপক ইউনূসকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ৫০মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে কুয়ালা লামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।

মঙ্গলবার বিকালে একটি ব্যবসায় ফোরামে অংশ নেবেন প্রধান উপদেষ্টা। এরপর তিনি মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেবেন।

বুধবার ইউনিভার্সিটি কেবাংসান মালয়েশিয়ার (ইউকেএম) আচার্য এবং নেগেরি সেমবিলান রাজা তুয়াংকু মুহরিয় ইবনি আলমারহুম তুয়াংকু মুনাওয়ির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন মুহাম্মদ ইউনূস।

এরপর প্রধান উপদেষ্টাকে একটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি তুলে দেবে ইউকেএম বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে একটি স্মারক বক্তৃতাও দেবেন প্রধান উপদেষ্টা।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক বিন হারুনসহ ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা এই সফরে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আছেন।

২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমই প্রথম বাংলাদেশ সফর করেন। তার আমন্ত্রণে এবার মুহাম্মদ ইউনূস কুয়ালালামপুর সফর করছেন।

উপদেষ্টা হয়েও পাথর তোলা বন্ধ রাখতে পারলাম না: সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

ডেস্ক রিপোর্ট: সম্প্রতি নজিরবিহীন লুটপাট হয়েছে সিলেটে পর্যটন কেন্দ্রগুলোর অন্যতম কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ 'সাদাপাথর' এলাকায়। মনোমুগ্ধকর সেই 'সাদাপাথর' এলাকাটি এখন প্রায় বিবর্ণ। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে পর্যটনকেন্দ্রটি।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান হতাশা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, আগের চার বছর জাফলং-এ পাথর উত্তোলন বন্ধ রাখতে পেরেছিলাম, এখন আমি উপদেষ্টা হয়েও পারলাম না।

সোমবার (১১ আগস্ট) এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি, খবর ইত্তেফাক।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পাথর উত্তোলনে সর্বদলীয় ঐক্য দেখছি। একটি সুন্দর জিনিস কী করে হাতে ধরে কেমন অসুন্দর করতে হয় সেটা শিখতে হলে বাংলাদেশে আসতে হবে। চোখের সামনে অপূর্ব সুন্দর একটি জায়গা জাফলং চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখলাম। ধ্বংসলীলা দেখলাম।

তিনি বলেন, শুনলাম, এই পাথরগুলো নাকি তুলতেই হবে। কেন তুলতে হবে, কেন? কারও কাছে কোনো পরিসংখ্যান নেই। অথচ পরিসংখ্যান বলছে দেশের চাহিদার মাত্র ৬ ভাগ পূরণ হয় এই পাথরগুলো তুলে। বাকি ৯৪ ভাগই আমদানি করতে হয়। ৯৪ ভাগ আমদানি করতে পারলে বাকি ৬ ভাগ কেন পারলাম না!

তিনি আরও বলেন, কেন আমরা ভিয়েতনামে গিয়ে ওদের নদীর ইকো ট্যুরিজম দেখি, কেন আমরা জাফলং-এ একটা ইকো ট্যুরিজম করতে পারলাম না! আমরা যেমন সৌন্দর্যমণ্ডিত জাফলং দেখেছি, কেন নতুন প্রজন্ম সেই জাফলং দেখতে পারল না! সেখানে আবার রাজনৈতিক ঐক্য দেখলাম।

উপদেষ্টা বলেন, 'সিলেটে দুজন উপদেষ্টা গেলাম, সেখানে পাথর তুলতে সর্বদলীয় ঐক্য দেখলাম। আগের চার বছর জাফলং-এ পাথর উত্তোলন বন্ধ রাখতে পেরেছিলাম, এখন আমি উপদেষ্টা হয়েও পারছি না। জাফলং রক্ষা করব বলে কোনো ঐক্য দেখলাম না। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তবতা। জাফলংটা ধ্বংস করে দিয়ে কীসের উন্নয়ন, কার উন্নয়ন হচ্ছে? আমরা যদি পাথর না তুলে ইকো ট্যুরিজম করি, হিসাব করে দেখুন পাথর তুলে কত আয় হয় আর ইকো ট্যুরিজম থেকে কত আয় হয়! এই কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস কী কেউ করেছে? একজন ডিসি বলেছিলেন, ইকো ট্যুরিজমে আমরা পাথর তোলা থেকে বেশি আয় করতে পারব। একটা মানুষ সারাদিন পানিতে নেমে পাথর তোলেন, এটাকে আপনারা এমপ্লয়মেন্ট বলেন! এটা এক্সপ্লয়টেশন। এটা একদম ক্লিয়ার কেস অফ এক্সপ্লয়টেশন।'

ধলাই নদীর উৎসমুখে সীমান্তের জিরো লাইন সংলগ্ন ১০ নম্বর এলাকার নাম 'সাদাপাথর'। সেই সাদাপাথর এলাকায় প্রতিবছর লাখ লাখ পর্যটকের পদচারণা ঘটে কেবল সৌন্দর্যের টানে। লুটপাটের কারণে মনোমুগ্ধকর সেই 'সাদাপাথর' এলাকাটি এখন প্রায় বিবর্ণ।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দাদের অনেকে বলেছেন, গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে এখানে দিনে ও রাতে লুটপাট চলেছে। প্রতিরাতে অন্তত শতাধিক গাড়ি পাথর কোম্পানীগঞ্জ থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছেন এলাকাবাসী। পাথর লুটের নেতৃত্বে স্থানীয় প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতা জড়িত বলে তাদের অভিযোগ।

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না: নাসীরুদ্দীন

ডেস্ক রিপোর্ট: ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ঘোষণায় সংস্কার ও নতুন সংবিধান বাস্তবায়ন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে জাতীয় যুবশক্তি আয়োজিত যুব সম্মেলনে তিনি এ শঙ্কার কথা জানান।

নাসীরুদ্দীন বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ডেট ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে সংস্কার ও নতুন সংবিধানের জন্য যারা শহীদ হয়েছিল, তাদের জীবন ফিরিয়ে দিতে হবে সরকারকে, খবর সময় টিভি।

তিনি আরও বলেন, সংস্কার এবং নতুন সংবিধান ছাড়া নির্বাচন হলে মায়ের বুকে সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

একই সিস্টেমের মধ্য দিয়ে নির্বাচনে গেলে এতগুলো মানুষের শহীদ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না বলেও জানান তিনি।

এ সময় গণভবনের মতো বঙ্গভবনের পতনও তরুণদের হাত ধরেই হবে বলে হুঁশিয়ার করেন তিনি।

এনসিপির এ মুখ্য সমন্বয়ক আরও বলেন, মিডিয়ার সম্পাদকদের লজ্জা নাই।

বাংলাদেশের মানুষদের তারা ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। ভারতে তরুণরা বিকল্প মিডিয়া সৃষ্টি করেছিল, বাংলাদেশিদেরও তা করতে হবে।

বাংলাদেশপন্থি সাংবাদিকদের জোর করে নিউজ করানো হয়। তারা নতুন বন্দিশালায় পড়েছে।

> নাসীরুদ্দীন বলেন, ডিজিএফআইয়ের একমাত্র কাজ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা। আমরা আয়নাঘর ভেঙে দিয়েছি। সামনে প্রয়োজন হলে ডিজিএফআইয়ের হেডকোয়ার্টারও ভেঙে দেয়া হবে। তরুণদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে তিনি বলেন, দালাল ব্যবসায়ী শ্রেণি তৈরি হয়েছে। বেকাররা নেমেছিল চাকরির জন্য, তা না হলে কিসের নির্বাচন।
>
> আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনাকে ধরে এনে বিচার করতে হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই নির্বাচন হবে। তবে আমরা গায়েপড়ে ঝগড়া করতে চাই না। ফ্যাসিবাদবিরোধী সব শক্তি ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে।

বিএনপিকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে : মির্জা ফখরুল

ডেস্ক রিপোর্ট: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিএনপির রাজনীতি নিয়ে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, ‘একটা কথা সব সময় বলা হয়-যত দোষ নন্দ ঘোষ। দেশে যতকিছু খারাপ তার সবই বিএনপির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়। কারণ, বিএনপি সামনের দিনের সম্ভাব্য সারথি এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য দল। তাই তাকে খাটো করার জন্যই এসব অপপ্রচার।’

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে আজ বিকেলে রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল আয়োজিত ‘যুব সমাজের প্রত্যাশা ও বিএনপির পরিকল্পনায় আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন,খবর বাসস।

মির্জা ফখরুল বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিজস্ব সংগ্রামের ফলেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, ‘আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন আয়োজন করা। এ বিষয়ে দলের সকল সহযোগী সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।’

দেশবাসীর জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের আহ্বান জানিয়ে ফখরুল বলেন, ‘আমাদের সংগ্রামের কথাগুলো মনে রেখেই আসুন আমরা সবাই মিলে এই দুঃখ কষ্টগুলো কাটিয়ে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। আমার ছোট ভাই-বোনের মুখে হাসি ফোটাই, একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তুলি। অন্যথায় আমাদের এত চেষ্টা, সংগ্রাম ও রক্তপাত সব বৃথা হয়ে যাবে।’

যুবসমাজের ভূমিকা নিয়ে তিনি বলেন, ‘একটি সচেতন যুবসমাজ সবকিছু বদলে দিতে পারে এবং অতীতেও দিয়েছে। শেখ হাসিনার মতো ফ্যাসিস্ট শাসককে তারা বিদায় করেছে। আমাদের হাতে এখন একটি চমৎকার ভিত্তি রয়েছে, যা কাজে লাগিয়ে দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে- যেমনটি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মাত্র তিন বছরের মধ্যেই করে দেখিয়েছিলেন।’

এবছর রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা সাড়ে ৬৩ বিলিয়ন ডলার

ডেস্ক রিপোর্ট: এবার ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬৩ দশমিক ৫০ বিলিয়ন (৬ হাজার ৩৫০ কোটি ডলার) নির্ধারণ করেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা শেষে তিনি এ কথা জানান, খবর বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর।

এ সময় সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

বাণিজ্য সচিব বলেন, সমাপ্ত অর্থবছর ২০২৪-২৫-এ বাংলাদেশ পণ্য খাতে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ৮.৫৮ শতাংশ বেশি।

সেবা খাতের লক্ষ্যমাত্রা ৭ দশমিক ৫০ বিলিয়নের বিপরীতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জুলাই-এপ্রিল পর্যন্ত রপ্তানি হয়েছে ৫ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ১৩ শতাংশ বেশি।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক অর্থবছরে রপ্তানি খাতে অর্জিত প্রবৃদ্ধির গতিধারা, পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ, বিশ্ব বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতিধারা, ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব, দেশীয় ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য সংকট, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব, অংশীজনদের মতামত, বিগত অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনা করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, লক্ষ্যমাত্রা পণ্য খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রায় ১৩ দশমিক ৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করে ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি এবং সেবা খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রায় ১৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করে ৮ দশমিক ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের—অর্থাৎ মোট ৬৩ দশমিক ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কম্পাউন্ড বার্ষিক বৃদ্ধির হার পণ্য খাতে হয়েছে ২৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং সেবা খাতে হয়েছে ৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

তিনি বলেন, তৈরি পোশাক খাত (ওভেন)-এর রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ১৪ দশমিক ৩১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে মার্কিন ডলার ২০ হাজার ৭৯০ মিলিয়ন নির্ধারণ করা হয়েছে। তৈরি পোশাক খাত (নিট)-এর রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ১২ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে মার্কিন ডলার ২৩ হাজার ৭০০ মিলিয়ন নির্ধারণ করা হয়েছে। হোম টেক্সটাইল খাতের রপ্তানির বিশ্ববাজারের আকৃতি, প্রবৃদ্ধি এবং আমাদের সক্ষমতার প্রেক্ষাপটে ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে মার্কিন ডলার ১ হাজার ২০ মিলিয়ন নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাহবুবুর রহমান বলেন, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত লেদার ও লেদার গুডসের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে মার্কিন ডলার ১ হাজার ২৫০ মিলিয়ন নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বিশ্ববাজার পরিস্থিতি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং এ খাতের সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক এ খাতের প্রতিনিধি ৩০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রস্তাব করেন।

হিমায়িত ও জীবন্ত মাছের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ২২ দশমিক ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে মার্কিন ডলার ৫৩৯ মিলিয়ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এ খাতে নীতিগত সহায়তা, ভেনামি চিংড়ির হ্যাচারির লাইসেন্স প্রদান ও কোয়ারেন্টিন সুবিধা বৃদ্ধি করার বিষয়ে সরকারের যথাযথ সহায়তা ও সহযোগিতা পেলে প্রস্তাবিত হারের চেয়েও বেশি রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে এ খাতের প্রতিনিধি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পাট ও পাটপণ্যের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে মার্কিন ডলার ৯০০ মিলিয়ন নির্ধারণ করা হয়েছে। পণ্যের গুণগত মান যাচাই করার জন্য ল্যাব টেস্টিং-এর উপর গুরুত্ব আরোপ এবং বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এ খাতে বাংলাদেশ একটি টেকসই পণ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে।

কৃষি পণ্যের লক্ষ্যমাত্রা ২২ দশমিক ৪৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে মার্কিন ডলার ১ হাজার ২১০ দশমিক ৪০ মিলিয়ন নির্ধারণ করা হয়েছে। কার্গো বিমান, বিমানবন্দরে কুলিং সিস্টেম এবং ইডিএস মেশিনের বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে অবকাঠামো উন্নয়ন করা সম্ভব হলে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

বিকেএমইএ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাতেম বলেন, যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে সেটি অর্জিত হবে। আমাদের আশা, আরও বেশি হবে। কারণ ইউএস ট্রেডের ক্ষেত্রে আলোচনা ভালো হয়েছে।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com